তারিখ ...... 1 MAY 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

ভূমিদস্যুদের চোখ মিরপুর বাঙলা কলেজের জমিতে

■ সাব্বির নেওয়াজ

সমকালের আয়নায় ঢাকার সরকারি কলেজ ৬

জাল দলিল দেখিয়ে কেউ কেউ দাবি করেন মাঝে মাঝে, তাদের জমি কলেজের মধ্যে পড়েছে। পাশেই রয়েছে একটি গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি। সেটির মালিকও তৎপর জমির দখল নিতে। এক কথায়, অনেকেরই শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে রাজধানীর মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজের জমির ওপর। কাগজে-কলমে এ কলেজের জমি ২২ একরেরও বেশি। তবে বাস্তবে কতটুকু আছে তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। ২০১২ সালে এর চার বিঘা জমি দখলের অপচেষ্টা চালায় একটি ব্যবসায়িক গ্রুপ। এ কারণে হাইকোর্ট তখন রাজধানীর প্রভাবশালী একজন সংসদ সদস্যকে তলব করেছিলেন। একদিকে জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার ভয়, অন্যদিকে শিক্ষাগত অবকাঠামোর অভাব ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায় বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সময় গড়ে ওঠা এ কলেজকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

'নানাভাবে এ কলেজের জমি দখলের চেষ্টা চলছে' স্বীকার করে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. ইমাম হোসেন সমকালকে বলেন, 'কেউ কেউ কলেজের জমির মালিকানা দাবি করায় ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ভূমিদস্যুদের চোখ মিরপুর

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আদালতে মামলা-মোকাদ্দমা হয়। এর পর আদালতের নির্দেশে জেলা প্রশাসক জমি মেপে দেন। এখন আমরা বাউন্ডারি ওয়াল দেব। পুরো বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে এখানে দেয়াল নির্মাণ করা হবে।'

বাঙলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. ইমাম হোসেন উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ও কলেজ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের কারণে গত বছর (২০১৬) সরকারি মহাবিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সমকালকে তিনি বলেন, 'সীমানা প্রাচীর না থাকায় খোলা মাঠ দেখে দুষ্ট লোকদের মনেই হবে, গিয়ে দখল করি। তাই প্রাচীর নির্মাণ খুবই জরুরি।' ২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ কলেজের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কয়েকজন প্রভাবশালীর টালবাহানায় কর্তৃপক্ষ তখন সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে পারেনি। কলেজের জমি দখল করার ইচ্ছা এখনও দূর হয়নি তাদের।

বাঙলা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মজিবুর রহমান অনিক সমকালকে বলেন, 'কলেজের চারপাশে কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। পাশের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিক পর্যন্ত কলেজের জমি দখলের চেষ্টা করছেন। মাঝে মধ্যেই অনেকে জাল দলিল নিয়ে আসেন।'

কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সুলায়মান মিয়া জীবন সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'কলেজে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। কারণ পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস চললে অনার্স-মাস্টার্স ক্লাস বন্ধ থাকে। আবার অনার্স-মাস্টার্সের ক্লাস চললে ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস বন্ধ থাকে। অথচ কলেজের পড়ে থাকা জায়গা দখলের অপচেষ্টা চলে। তা হলে ক্লাসভবন উঠবে কোথায়?' তিনি বলেন, 'খেলার মাঠ সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বাস দিয়েছিলেন; কিন্তু এখনও সেটা চালানো সম্ভব হয়নি। তাই পরিবহনের সংকটও দূর হয়নি।'

সুলায়মান মিয়া জীবন আরও বলেন, 'ছাত্রদের জন্য মাত্র একটি হোস্টেল মিরপুর বাঙলা কলেজে। মাত্র ১৫০ জন সেখানে থাকতে পারে। যদিও এ ভবনটিকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ছাত্রীদের কোনো হোস্টেলই নেই।' তিনি বলেন, 'কলেজের কাছেই কল্যাণপুর বস্তি থেকে আসা কিছু লোক কলেজ ও আশপাশের এলাকায় চুরি, ছিনতাই ও মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। অথচ মানুষ মনে করে, বাঙলা কলেজের ছেলেরাই এসব করছে। তাদের কারণে কলেজ শিক্ষার্থীদের বদনাম হচ্ছে।'

কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মজিবুর রহমান অনিক সমকালকে জানান, কলেজে একাডেমিক ভবন নেই। ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর এ কলেজে শিক্ষক মাত্র ১৫০ জন। ছাত্রীদের কোনো হোস্টেল নেই। কলেজের জমি রক্ষা করার জন্য কলেজ প্রশাসন সিরিয়াস নয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

জরিপে কলেজের জমি : সর্বশেষ জরিপ (মহানগর জরিপ ১৯৯৭) অনুযায়ী বাঙলা কলেজের মূল ভবনের পেছনের জমির দাগ নম্বর ৫০৮। এ দাগে কলেজের জমি রয়েছে চার একর ৮১ শতাংশ। এটি নন্দারবাগ মৌজা। এর পাশের ৫০৭ নম্বর দাগের জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন; এ জমিতে বর্তমান মায়িশা গ্রুপের সাইনবোর্ড ঝুলছে। ৫১৩ ও ৫১৪ নম্বর দাগের জমি রয়েছে ভাষাসংগ্রামী ও বাঙলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের ছেলেমেয়েদের নামে। অধ্যক্ষ আবুল কাশেম ১৯৬২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কলেজটির অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে এটি সরকারি হয়। ২০১২ সালে সরকারি বাঙলা কলেজের অরক্ষিত জায়গা কলেজের নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে সরকার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী একটি গ্রুপ প্রাচীর নির্মাণকাজে হস্তক্ষেপ করে। ৫০৭ দাগকে ৫০৮ দাগের মধ্যে এক করে ফেলে তারা। এ নিয়ে তখন মিরপুরের একজন প্রভাবশালী এমপিকে তলব করেন হাইকোর্ট। আদালত ভর্ৎসনা করেন তাকে।

শিক্ষক নেই, নেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো : ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে ২০ বছর আগে শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ হাজারের কিছু বেশি। এখন এখানে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ে। অথচ এখনও অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়ন হয়নি এ কলেজের। যদিও পর্যাপ্ত জমি থাকায় শিক্ষার পরিবেশকে যুগোপযোগী ও উন্নত করার জন্য সহজেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় নিলে মানসম্মত পাঠদান করতে চাইলে এখানে বর্তমানে যত শ্রেণিকক্ষ আছে, তা চারগুণ বাড়ানো উচিত। নতুন শিক্ষকও নিয়োগ করা জরুরি।'

বর্তমানে এ মহাবিদ্যালয়ে ১৮টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ১৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। এর বাইরে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান), প্রিলিমিনারি ও প্রাইভেট কোর্সে পড়ানো হয় শিক্ষার্থীদের। কলেজে শিক্ষকের পদ আছে ১১৬টি। এর মধ্যে শূন্য ১৪টি। তবে সংযুক্তি মিলিয়ে মোট শিক্ষক আছেন ১৫৮ জন। রুমের অভাবে এখানে সকালে উচ্চমাধ্যমিক পর্বের ও বিকেলে স্নাতক পর্বের ক্লাস নেওয়া হয়। কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে ২৬টি। তবে সেমিনারকক্ষ ও ল্যাবরেটরিতে ক্লাস হওয়ায় সেগুলোসহ শ্রেণিকক্ষ ধরা হয় ৪৪টি। শিক্ষকরা বলছেন, শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় শ্রেণিকক্ষ একেবারেই অপর্যাপ্ত। উচ্চমাধ্যমিকের ফলও দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

প্রায় ছয় বছর ধরে প্রচেষ্টা চালানোর পর কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এ মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষার হল ও একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্ত পেয়েছে। তবে ভবনটির স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে কলেজের সামনের মাঠের অংশে, মূল রাস্তার কাছে। বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থীই মনে করেন, ভবনটি এ স্থানে নির্মাণ করা হলে কলেজের পুরো সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া রাস্তার কাছাকাছি হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশও ব্যাহত হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানালেন, কলেজের পেছনে ও আশপাশে অনেক খালি জায়গা পড়ে আছে। ২২ একর জায়গার ওপর কলেজ ক্যাম্পাসটি অগোছালো। পেছনে একটি লেক থাকলেও সেটি নর্দমায় পরিণত হয়েছে। পুরো কলেজটিকে ঘিরে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে ভবনটি নির্মাণ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।